পাণ্ডব গোয়েন্দা

পঙ্কু দ্য গ্রেট

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ অভিযান

এক বিকেলে হাওড়া ময়দানে বাচ্চু আর বিচ্ছু গেল কিছু কেনাকাটা করতে। প্রথমে ওরা চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখল। তারপর মনের মতো জিনিস না পেয়ে ডালমিয়া পার্কের গ্যালারিতে গিয়ে বসল ওরা। এই জায়গাটা খুব ভাল। কত লোক এসে বসে এখানে। পার্কের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে। ওরা বসে বসে তাই দেখতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ বাচ্চুর নজর পড়ল একজনের দিকে। যেই না পড়া অমনি বুকটা ওর শুকিয়ে গেল ভয়ে। ইশারায় চুপি চুপি বিচ্ছুকে বলল, "লোকটা কীরকম আমাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখেছিস?"

বিচ্ছুরও তখন চোখ পড়েছে সেই দিকে বলল, "হ্যাঁ। ওর মতলব খুব একটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। একবার আমাদের দেখছে আর একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করছে।"

"এখন কী করা যায় বল তো?"

"সন্ধে হয়ে আসছে। মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। কাজেই দুজনের এভাবে বসে না থেকে চলে যাওয়াই ভাল।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

এমন সময় দেখা গেল সেই লোকটির কাছে ষণ্ডা মার্কা আরও একজন এসে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে কী যেন বলাবলি করল ফিস ফিস করে। কথা শেষ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে ষণ্ডা লোকটি একটা রিভলভার

বার করে প্রথম লোকটির হাতে দিল। প্রথম লোকটি ঘাড় নেড়ে কী যেন বলতেই ষণ্ডা লোকটি বাচ্চু-বিচ্ছুদের কাছে এসে বলল, "এই তোরা এখানে বসে বসে কী করছিস? যা চলে যা এখান থেকে। ভাগ।"

ওদের মূর্তি দেখে বাচ্চু-বিচ্ছুরা কিছু আর বলতে সাহস করল না। ভয়ে ভয়ে নেমে পড়ল গ্যালারি থেকে। তারপর মাঠের বাইরে যেতে গিয়েই দেখল লোক দুটিও ওদের পিছু পিছু আসছে।

হঠাৎ অন্ধকার মতো জায়গায় এসে একজন খুব শক্ত করে ধরে ফেলল ওদের হাতদুটো।

আর একজন রিভলভার দেখিয়ে বলল, "একদম চেঁচাবি না। এ জিনিসটা কী জানিস তো? একবার ডিসুম করলেই ভোগে চলে যাবি।"

ততক্ষণে অপরজন ওদের কানের দুল, গলার হার এবং হাতের চুড়িগুলো পটপট করে খুলে পকেটে পুরেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ওগুলোর শোকে এবং বাড়িতে বকুনির ভয়ে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

লোকদুটোর একজন যাবার সময় বলে গেল, "যাঃ ঘরে যা। কাঁদিস না। মা বাবার পয়সা থাকে তো আবার হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুরা কোনও কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে পার্কের বাইরে চলে এল।

বাইরে রাস্তায় একটা পুরনো মডেলের মোটর ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ছিনতাইকারীরা দিয়ে সেই মোটরে উঠে বসল।

বাচ্চু হঠাৎ কান্না থামিয়ে বলে উঠল, "না। ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না তোমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "মরি সেও ভাল। দিদি আর দেরি নয়। মোটর স্টার্ট দিচ্ছে।"

"তবে আয়।"

দু'জনেই তখন দৌড়ে গিয়ে চুপিসারে গাড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

শয়তানদুটো জানতেও পারল না।

মোটর হর্ন বাজিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

ঝড়ের বেগে ছুটলেও মাঝে মাঝে অবশ্য ট্রাফিক সিগন্যালে থামতে হল। কখনও বা জ্যাম কাটাবার জন্ম ধীর-শ্লথ গতিতেও চালাতে হল।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন গুটি গুটি পিছন দিককার সিটের পাশ দিয়ে একদম ভেতর দিকে চলে এসেছে। লোকদুটো বসে আছে সামনের সিটে। একজন বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। অপরজন স্টিয়ারিং ধরেছে। সিগারেট খাওয়া লোকটি বলল, "বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

"তোর জন্যই তো।"

"কী করব। লোভ সামলাতে পারলাম না।"

“কত আর পাবি ওতে?”

“যা পাই তাই লাভ।”

“দেখ আবার নকল কিনা।”

“তুই ব্যাটা একদম বুরবাক সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনও লোক কখনও তার ছোট ছোট আদরের মেয়েকে মেকি জিনিস পরিয়ে রাখতে পারে? তা ছাড়া আমার চোখ কখনও ভুল করে না। আসলি চিজ দেখলেই চোখদুটো চকচকিয়ে ওঠে বুঝলি?”

বাচ্চু-বিচ্ছু কান খাড়া করে শুনতে লাগল লোকদুটোর কথা। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে লোকটি বলল, “আসলে আমার নজর ছিল একজন ভদ্রমহিলার দিকে। গলায় যা একটা পরেছিল না? তা লোকজন ছিল বলে একদম সুবিধে করতে পারলাম না। তারপর তুই ইশারায় বাচ্ছা মেয়েদুটোকে দেখিয়ে দিলি। দেখলাম শুধু হাতে ফেরার চেয়ে যা পাই তাই লাভ।”

হঠাৎ গাড়িটা এক জায়গায় থামল। লোক দু'জন গাড়িটাকে সাইডে রেখে ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে। সরষের ভেতরেই যে ভূত ঢুকে বসে আছে তা ওরা টেরও পেল না।

ওরা চলে যেতেই বাচ্চু-বিচ্ছু আত্মপ্রকাশ করল।

বিচ্ছু বলল, “এ কোথায় এলুম রে দিদি?”

“কী জানি। যেখানেই আসি নেমে পড়। আর রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়।”

বলা মাত্রই নেমে পড়ল বিচ্ছু। আর বাচ্চু করল কী এদিক ওদিক হাতড়ে সামনের সিটের এক পাশে রেখে যাওয়া একটা অ্যাটাচিকেস তুলে নিয়ে পালিয়ে এল। লোকদুটো যে কোথায় গেল কী বৃত্তান্ত তা ওরা জানতেও পারল না। জানবার চেষ্টাও করল না। বিচ্ছু গাড়ির নাম্বারটা বাচ্চুকে নোট করে নিতে বললে, বাচ্চু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। কেন না এসব লোকেদের গাড়িতে ভুল নাম্বারপ্লেট থাকে।"

ওরা গলিতে না ঢুকে বড় রাস্তা ধরেই এগোতে লাগল। আচমকা ওরা কিছুতেই ঠিক করতে পারল না ওরা কোথায় এসেছে।

এমন সময় বাচ্চু হঠাৎ একটা বন্ধ দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, এ তো বেলিলিয়াস রোড। আমাদের পরিচিত জায়গাতেই রয়েছি আমরা।"

বিচ্ছুরও ঘোর কাটল এবার। বলল, "তাই তো। ওই সেই কী নাম যেন সিনেমা হলটার? সেটা দেখা যাচ্ছে। যাক বাবা। বাঁচা গেল। আমি ভাবলাম কোথায় না কোথায় এসে পড়েছি।"

বাচ্চু বলল, "এক কাজ করবি? সিনেমা হলে নিশ্চয়ই ফোন আছে। ওখান থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিবি? না হলে মা হয়তো ভাববে।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যা। তা ছাড়া সিনেমাতে লোকের ভিড়ও তো খুব দেখছি। ওদের কাছেই ওই গুন্ডাদুটোর কথা বললে ওরা কি সবাই মিলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে না ?"

বাচ্চু বলল, "ঠিক বলেছিস রে। চল তবে পা চালিয়ে।"

ওরা দ্রুত পায়ে এসে সিনেমা হলের প্রশস্ত চত্বরে ঢুকল। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগোতে যেতেই দারোয়ানটা তেড়ে এল হা হা করে।

ম্যানেজার ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই দারোয়ানকে বললেন, "ওদের আসতে দাও।"

ওরা এলে ম্যানেজার বললেন, "কী চাই তোমাদের?"

বাচ্চু বলল, "দেখুন আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। আপনি যদি আমাদের একটু উপকার করেন।"

"বিপদে পড়েছ? কী হয়েছে?"

"দু'জন ছিনতাইকারী আমাদের গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি সব ছিনিয়ে নিয়ে একটা মোটরে চেপে পালিয়ে এসেছে। আমরাও মোটরের পিছনে চেপে তাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছি। ওইদিকে একটা গলির মুখে মোটর রেখে তারা গলিতে ঢুকেছে। যদি লোকদুটোকে একটু ধরবার ব্যবস্থা করেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে হাক দিলেন ম্যানেজার, "রঘুয়া, এই রঘুয়া—?"

বিচ্ছু বলল, "এবার আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমাদের বাড়িতে একটা ফোন করতে দেন।"

ম্যানেজার সস্নেহে বললেন, "বেশ তো করো।"

বাচ্চু রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকেও সাড়া এল..হ্যালো! "কে মামণি?"

"..হ্যাঁ।"

"আমি বাচ্চু। আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। যেন ভেব না। বুঝেছ?"

"...তোমাদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

"না। ঘরে গিয়ে সব বলব।"

বলে ফোন রাখল বাচ্চু। ম্যানেজারের ডাকে তখন বিশাল বৃষস্কন্ধ রঘুয়া এসে গেছে। রঘুয়া এসে সেলাম ঠুকে বলল, "জী হুজুর।"

ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "শিগগির চল তো। দো আদমিকো পাকড়নে হোগা"

"চলিয়ে।" বলে ম্যানেজারের সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল রঘুয়া। ওদের ওইভাবে যেতে দেখে আশপাশের অনেক উৎসাহী লোকও ছুটল। দু-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে খুকি?"

বাচ্চু-বিচ্ছু সংক্ষেপে সব বলল। তাই শুনে কেউ কেউ মন্তব্য করল, "খুব চালাক মেয়ে তো তোমরা। বাঃ। এরকম দেখা যায় না।"

ওরা গলির কাছে আসতেই দেখল সেই লোকদুটো গলি থেকে বেরোচ্ছে। বিচ্ছু চেঁচিয়ে উঠল, "ওই তো। ওই তো সেই লোকদুটো।"

ওদের দেখে লোকদুটাে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর যেই না ছুটে এসে মোটরে উঠতে যাবে, রঘুয়া অমনি, "পাকড়ো—পাকড়ো বদমাশ কো।" বলেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ওপর।

কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়লে কী হবে। কী অমানুষিক শক্তি ওদের গায়ে। রঘুয়াকে এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিয়ে মোটরে ঢুকে বসল সে।

রঘুয়াও ছাড়বার পাত্র নয়। ছিলা ছেড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল অপরজনকে। সঙ্গের অন্যান্য লোকেরাও তাকে ধরে ফেলল তখন।

যেই না ধরা মোটরে বসা লোকটি তখন সবাইকে চমকে দিয়ে একটা রিভলভার বার করে কঠিন গলায় বলল, "ছেড়ে দিন বলছি। না হলে এক এক গুলিতে এক এক জনের মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেব।"

আচমকা রিভলভার দেখে নার্ভাস হয়ে গেল সকলেই সাহস করে কেউ আর করতে পারল না কিছু। ওই একটু সময়ের মধ্যেই লোকটি নিজেকে মুক্ত করে মোটরে উঠে বসল। সকলের জোড়া জোড়া চোখের সামনে হুস করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উধাও হয়ে গেল মোটরটা। একজন বলল, "আপনি এখনই থানায় ফোন করে দিন ম্যানেজারবাবু!"

ম্যানেজার বললেন, "কিসসু লাভ হবে না ভাই। গাড়ির নম্বরটাও নিতে পারলুম না। পুলিশ গিয়ে কাকে কোথায় খুঁজবে?"

বাচ্চুু বলল, "আমরা তা হলে বাড়ি যাই এবার?"

ম্যানেজার বললেন, "কোথায় বাড়ি তোমাদের? যেতে পারবে? না সঙ্গে রঘুয়াকে পাঠাব।"

"না না। কাউকে আসতে হবে না। আমরা নিজেরাই যেতে পারব।" এই বলে একটা সাইকেল রিকশা ডেকে উঠে বসল ওরা।

বাচ্চুর হাতে মোটর থেকে নেওয়া সেই অ্যাটাচিকেসটা তখনও শক্ত করে ধরা আছে।

পরদিন মিত্তিরদের বাগানে ওদের জোর আলোচনা সভা বসল। অ্যাটাচিকেসটার কথা বাচ্চু-বিচ্ছু কাল বাড়িতে বলেনি। ওটা সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। এখন সেটা বাবলুর হাতে। কাল রাতে বাচ্চু-বিচ্ছুর কপালে মার এবং বকুনি যেটা ওরা আশা করেছিল তা ঘটেনি। বরং ওরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে বলে ওদের বাবা-মা খুশিই হয়েছেন খুব।

এই সূত্র ধরেই আমরা ছিনতাইকারীদের ঘাঁটিটা খুঁজে বার করতে পারব।"

বিলু বলল, "কী করে?"

"প্রথমে এটাকে খুলে দেখতে হবে এর ভেতর কাগজপত্তর কী আছে। অপরাধীদের কারও-না-কারও ঠিকানা এর ভেতরে নিশ্চয়ই থাকবে।"

"তা থাকবে। আর বাচ্চু-বিচ্ছুর হার চুরি ইত্যাদি যদি ওরা এর ভেতরে রেখে দিয়ে থাকে তবে তাও পাওয়া যেতে পারে।"

"সে আশাটাও অমূলক নয়। কিন্তু এটাকে খোলা যায় কী করে?"

ভোম্বল বলল, "খোলা না যায় ভাঙতে হবে।"

বিলু বলল, "আমি আলমারির ড্রয়ার থেকে বাবার চাবির গোছাটা নিয়ে এসেছি। দেখ না এর ভেতর থেকে যদি কোনওটা কাজে লাগে।"

বাচ্চু বলল, "এ রাম। বাবা যদি জানতে পারে?"

"পুরনো চাবির গোছা তো। বাবা এগুলো রেখে অফিসে যায়। বাবা ফিরে আসার আগেই আবার রেখে দেব।"

বাবলু, "কই দেখি?"

বিলুর কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে দু-একটা চাবি ঘোরাতে ঘোরাতেই অ্যাটাচিটা খুলে ফেলল বাবলু।

ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল অ্যাটাচির মধ্যে বেশ মূল্যবান কাগজপত্তর সব আছে। বেশিরভাগই আইন-সংক্রান্ত। কয়েকজন নামজাদা লোকের চিঠিপত্রও আছে। ঠিকানায় লেখা আছে,—নং মাকড়দা রোড। মি. এম এম রায়। অ্যাটর্নি।

বাবলু বলল, "আশ্চর্য!" ..."

বিলু বলল, "আশ্চর্যের কী আছে? আজকাল অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও শোনা যায় এই সব স্মাগলারদের সঙ্গে কাজ করেন।"

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের প্রধান কাজ ওই ভদ্রলোককে খুঁজে বার করা। তারপর দু'চার দিন ওয়াচ করলেই কারা কারা ওঁর সঙ্গে

যোগাযোগ করেন তা জানা যাবে। আশা করি বাচ্চু-বিচ্ছুর হার ছিনতাইকারীরাও ধরা পড়বে ওই ফাঁদে।"

বাবলু বলল, "যাক, এর ভেতর থেকে বাচ্চু-বিচ্ছুর কিছুই তা হলে পাওয়া গেল না।"

বাচ্চু বলল, "সব চেয়ে মজার ব্যাপার যে দু'জন লোকের চেহারা আমি দেখেছি তাদের চেহারা মোটেই অ্যাটর্নির চেহারা নয়।"

বাবলু বলল, "চেহারা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মোট কথা এই ঠিকানাটা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালা করে নজর রাখতে হবে কে কখন ওখানে যায় আসে।"

সবাই বলল, "ঠিক।"

তারপর দল বেঁধে চলল সবাই মাকড়দা রোডের দিকে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু। যেতে যেতে থমকে দাড়াল ওরা।

বাচ্চু বলল, "ওই তো কালকের সেই গাড়িটা।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। সেই গাড়িটাই তো।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গাড়িটা এখানে কেন?"

বাচ্চু বলল, "কী জানি।"

বাবলু বলল, "এক কাজ কর। তোরা সবাই ঘরে যা। আমি আর পঞ্চু ফলো করি গাড়িটাকে। গাড়ির নম্বর ফলস হলেও নিয়ে রাখ। কেন না

এখন এটাই এর নম্বর তো। আর শোন, আজ রাতের মধ্যে যদি বাড়ি না ফিরি তা হলে জানবি আমার কোনও বিপদ হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমরা তো যে যার বাড়িতে থাকব। কী করে জানব যে তুই রাত্রিবেলা ফিরে এসেছিস?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এও তো একটা সমস্যার কথা।"

বিলু বলল, "আমরা বরং কাল সকালে তোর খোঁজ নেব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোরা যা। অ্যাটাচিটা আমার ঘরে টেবিলের ওপর রাখবি। আমি ততক্ষণে ঢুকে পড়ি গাড়ির ভেতরে।"

ভোম্বল বলল, "কোন দিক দিয়ে ঢুকবি? পিছন দিকের ডালা তুলে ঢুকলে রাস্তার লোকেরা সন্দেহ করবে। তার চেয়ে ভেতর দিয়েই ঢোক। আমরা বরং গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত দূরে অপেক্ষা করি।"

বাবলু বলল, "না তোরা চলে যা। ওরা না হলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে দেখলেই চিনে ফেলবে।" বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা চলে যেতেই বাবলু আর পঞ্চু সুট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর পিছনের সিটের তলা দিয়ে একেবারে ডালার কাছে আত্মগোপন করে রইল।

অনেক পরে মোটর স্টার্ট নিল। হর্ন বাজিয়ে ছুটে চলল পিচ-ঢালা পথের ওপর দিয়ে। মিনিট দশেক যাবার পর এক জায়গায় থামল গাড়িটা।

কোথায় এল কে জানে। বাবলু সাহস করে বেরোতে পারল না। একটু সময় ধৈর্য ধরে বসে না থেকে বেরনো ঠিক নয়।

এমন সময় হঠাৎ ছাৎ করে উঠল বাবলুর বুকটা। মনে হল কে যেন ডালাটা খোলবার চেষ্টা করছে। প্যাঁচ ঘুরিয়ে একবার একটা হেঁচকা টান দিতেই খুলে গেল ডালাটা।

যিনি খুলেছিলেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। কী যেন একটা রাখতে গিয়ে ভেতরে বাবলু আর পঞ্চুকে দেখেই চমকে উঠলেন।

ধরা পড়ে গিয়ে বাবলুর মুখও সাদা হয়ে গেল।

বাবলু কাচুমাচু মুখে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল। ভদ্রলোক কড়া গলায় বললেন, "এর ভেতর কী জন্যে ঢুকেছিলে?"

বাবলু চোখ নামাল। কোট-প্যান্ট-টাই-পরা এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেছে ও ভদ্রলোক আবার ধমকালেন, "বলো। জবাব দাও।" ততক্ষণে বাড়ির লোকজন সবাই ছুটে এসেছে। পাড়ারও উৎসাহী লোকেরা এসেছে কেউ কেউ। বেশ বড়লোকের বাড়ি।

ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, "কী স্পর্ধা দেখেছ এতটুকু ছেলের?"

বাবলু বলল, "আমরা লুকোচুরি খেলছিলাম।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ—উ—উ—উ—উ।"

ভদ্রলোক বললেন, "সেইজন্যে লুকোতে এসেছিলে আমার গাড়িতে? এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তোমাকে আমি পুলিশে দেব।"

বাবলু তখন রুখে দাড়িয়েছেন, "দিন না পুলিশে। দেখব কত আপনার সাহস। আপনি নিজেই তো একজন ডাকাতের সর্দার।"

ভদ্রলোক রেগে বললেন, "চোপরও ফাজিল কোথাকার। আমি ডাকাতের সর্দার ?" বলেই কাজের লোককে ডাকলেন, "এই কেষ্ট ! ছেলেটাকে ধরে রাখ তো। আমি থানায় ফোন করি। মজা দেখাচ্ছি বাছাধনকে।" তারপর বললেন, "এক কাজ কর। ওকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে আয়। এতবড় সাহস ওর যে আমার গাড়িতে ঢোকে। এরাই হচ্ছে ইনফরমার। আবার আমাকে বলে কিনা ডাকাতের সর্দার।"

কেষ্ট বাবলুকে ধরে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এল। পঞ্চু বেচারি অসহায় দর্শক। বাবলুর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করতে পারছিল না সে।

ভদ্রলোক রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলেন থানায়। ঘর-ভর্তি লোক তখন গিজ গিজ করছে। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে বাবলুকে। সবারই মুখে এক কথা, "কী সুন্দর ছেলে, অথচ সঙ্গদোষে কী হয়েছে দেখ।"

একজন প্রবীণা মহিলা বললেন, "কী নাম বাবা তোমার? কোথায় থাক তুমি?"

বাবলু নাম-ধাম সব বলল। ভদ্রলোক বললেন, "তোমাকে বলতে হবে, কেন তুমি ওর ভেতরে ঢুকেছিলে?"

বাবলু বলল, "থানায় তো ফোন করেছেন। পুলিশ আসুক তারপর সব বলব।"

বাবলু এই কথা বলল বটে তবে তার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢপ করতে লাগল। কেন জানি না তার মনে হতে লাগল ওদের চালে নিশ্চয়ই কোথাও মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। হয় বাচ্চু-বিচ্ছুর ইনফরমেশন ঠিক নয়। নয়তো ভদ্রলোক একজন ধুরন্ধর অভিনেতা।

একটু পরেই পুলিশ এল, "কই কোথায় দেখি ছেলেটা? এ ব্যাটা ওদেরই স্পাই। একে মোচড় দিলেই সব বেরোবে।" বলতে বলতে দারোগাবাবু ঘরে ঢুকেই অবাক, "এ কী, বাবলু তুমি! "

বাবলু বলল, "এই ভদ্রলোককে এখনই গ্রেপ্তার করুন স্যার। এই গাড়িতে করেই আমাদের বাচ্চু-বিচ্ছুকে দুজন দুষ্কৃতী কাল অপহরণ করে তাদের হার, কানের দুল, চুড়ি সব কিছু ছিনতাই করেছে। বেলিলিয়াস রোডে যে সিনেমা হলটা আছে তার ম্যানেজারকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন এ কথা সত্যি কিনা। সেখানকার বহু লোকই তা জানে। বাচ্চু-বিচ্ছু তাদের হাতে-হাতে ধরিয়ে দিলে তারা রিভলভার দেখিয়ে পালায়। সেই মোটরে আমরা একটা অ্যাটাচিও পাই। তারই সূত্র ধরে এই গাড়ির মালিকের খোঁজে আমি এসেছি। চুরি করতে নয়। '

বাবলুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই দারোগাবাবু এবং সেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাব্বাস।"

আশপাশের সবাই তখন হেসে উঠল। বাড়ির মেয়েরা বলল, "তাই তো বলি, এমন সুন্দর ছেলে। এ ছেলে কখনও চোর হয়।"

ভদ্রলোক বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি বাবা। তাই অনেক বকা-ঝকা করেছি। আমার সেই অ্যাটাচিটা কোথায়? তাতে আমার মক্কেলদের এমন সব জরুরি কাগজ-পত্তর আছে যা হারালে আমাকে এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে।"

বাবলু বলল, "সেটার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সেটা অক্ষতভাবে আমার কাছেই আছে।" তারপর দারোগাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই দেবে। আর জেনে রাখো এই গাড়িতে করেই বাচ্চু-বিচ্ছুদের অপহরণ করা হয়েছিল কিনা তা জানি না। কেন না অপহরণের কথা কিছু আমার কানে আসেনি। তবে এ গাড়ির কাল দুপুর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে যেতেই গাড়িটা দুর্বত্তরা নিয়ে পালায়। কাল রাত বারোটার সময় বালিখালে এই গাড়ি আমরা উদ্ধার করেছি। যাক ভাগ্যে তোমাদের হাতে পড়েছিল, তাই পাওয়া গেল অ্যাটাচিটা।"

ভদ্রলোক আনন্দের আবেগে উচ্ছসিত হয়ে বললেন, "ওরে কে আছিস; যা যা। শিগগির লুচি-মিষ্টি আন। এ যে আমার কী সৌভাগ্য।" বলে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তা বাবা ওটা কি আজই আমি পেতে পারি না ?"

"নিশ্চয়ই পারেন। কাউকে পাঠিয়ে দেবেন আমার সঙ্গে। আমি তার হাতে দিয়ে দেব।"

"কাকে আবার পাঠাব? আমি নিজেই আমার গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে যাব। তারপর তোমার বাড়িতে তোমাকে পৌছে দিয়ে নিয়ে আসব অ্যাটাচিটা।"

বাবলু বলল, "ওই লোকদুটোকে ধরার তা হলে কী হবে?"

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ওদের ধরতেই হবে। ঘটনাটা কী একবার আমাকে বলো তো?"

বাবলু কালকের ঘটনা বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে যা শুনেছিল সব বলল।

সব শুনে দারোগাবাবু বললেন, "বুঝেছি এ কাদের কাজ। গলায় রুমাল বাঁধা ছিল যখন এ তারা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি দেখতে পেলেই অ্যারেস্ট করব তাদের। ইতিমধ্যে লোকদুটোকে যদি তোমরা দেখতে পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোনে জানাবে।" বলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

বাবলু আর পঞ্চুও ভদ্রলোকের বাড়িতে ভুরিভোজ সেরে তাঁরই মোটরে চেপে বাড়ি এল। এবং সযত্নে রাখা অ্যাটাচিটা দিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে।

পরদিন বিকেলে বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু তেলকলঘাটের দিকে বেড়াতে গেল। ওরা মাঝেমাঝে এই রকম যায়। আজ ওদের দলে বাচ্চু-

বিচ্ছু ছিল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর মা সেদিনের ঘটনার জন্য বাচ্চু-বিচ্ছুদের সন্ধের পর মোটেই বাইরে থাকতে দেন না।

তাই ওরা তিনজন এবং পঞ্চু তেলকলঘাটে গঙ্গার ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর যখন ফিরে আসছে তখন মঙ্গলাহাটের কাছে এক জায়গায় একটা হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্টের সামনে থমকে দাঁড়াল ওরা। হোটেলের ভেতর থেকে ভুর ভুর করে কী চমৎকার মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে!

ভোম্বল বলল, "জিভে জল আসছে রে।"

বিলু বলল, "এই সব জায়গায় আবার খায় নাকি? নোংরার আড়ত চারদিকে।"

ভোম্বল বলল, "পয়সা থাকলে তো খাব।"

বাবলু বলল, "পয়সার জন্যে চিন্তা করিস না। যদি খেতে ইচ্ছে থাকে তো বল। আমি খাওয়াতে পারি।"

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ, ভুক ভুক করে গলায় রুমাল বাঁধা দুজন লোকের দিকে ছুটে গেল। লোকদুটো হেই হেই করে লাফিয়ে উঠে পালাল অন্যদিকে। পঞ্চু ফিরে এল।

ভেম্বল বলল, "ঢোক বাবলু। একটু খাওয়া যাক। খুব লোভ লাগছে।"

ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই পঞ্চুকে দেখে বয়টা খ্যাক খ্যাক করে তেড়ে এল, "এই ইসিকো মাৎ ঘুসাও।"

ইয়ে রেস্টুরিন্ট আদমিকো লিয়ে। কুত্তেকে লিয়ে নেহি বাহার নিকালো আভি।”

বিলু বলল, “রেস্টুরেন্টের চেহারা যা করে রেখেছ তাতে তো দেখলে মনে হয় চোর-চোট্টা ছাড়া কোনও ভদ্রলোক এখানে খেতে ঢোকে না। ”

ওরা যখন কথার বচসা করছে তখন ভীম দর্শন একজন অবাঙালি লোক, বোধ হয় রেস্টুরেন্টের মালিক, এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল, “তোমরা এখানে খেতে এসেছ না ফাজলামি করতে এসেছ?”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ, খেতে এসেছি। কিন্তু বসার আগেই আপনার লোক তো মেজাজ খিচড়ে দিল আমাদের। আমরা এখানে বসে বসে খাব আর আমাদের পোষা কুকুরটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছোঁক ছেক করবে তাই কখনও হয়?”

মালিক হেসে বলল, “না না। তা তো হওয়া উচিত নয়। তবে কামড়াবে না তো কাউকে ?”

বিলু বলল, “পোষা কুকুর। আমরা না বললে শুধু শুধু কামড়াবে কেন?”

মালিক বলল, “কী খাবে বল?”

বাবলু বলল, “তিন প্লেট মাংস। ছপিস রুটি।”

মালিক অর্ডার দিল, “জগগু ইধার তিন প্লেট মাংস আউর ছ'পিস রোটি লে আও।”

রুটি মাংস আসতে বাবুল বলল, "একটা শালপাতা লেয়াও।"

আদেশ হ'ল, "পাত্তি দো একঠো।"

জগগু পাতা দিয়ে গেল। ওরা নিজেদের ভাগ থেকে একটু একটু করে রুটি-মাংস পঞ্চুকে দিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শুরু করল।

বিলু, বাবলু দুজনেই ঘাড় নাড়ল, "নাঃ রান্নাটা সত্যিই ভাল।"

এমন সময় সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো যাদের দেখে একটু আগেই তেড়ে গিয়েছিল পঞ্চু তারা এসে ঢুকল।

মালিক বলল, "কী ব্যাপার। এত দেরি হল যে?"

একজন বলল, "আর বলো না ওস্তাদ। একটুর জন্য ফেসে গিয়েছিলাম।"

"কী রকম।"

"হাওড়া ময়দানে একটা ব্যাঙ্কে হানা দিয়েছিলুম আজ। কে জানত যে ওখানে অত সাদা পোশাকের পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। খুব জোরে একটা বোম চার্জ করে পালিয়ে এসেছি। যাক, কিছু খেতে দাও দেখি। খিদে পেয়েছে খুব।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

মালিক বলল, "তোমরা তো চালে ভুল করলে। আজ মাসের পয়লা। পে ডে। টাকা তোলাতুলির ব্যাপার আছে। আজ তো পুলিশ সর্বত্রই থাকবে।

আজ কখনও ওই সব ঝামেলায় যায়?" তারপর জগগুকে বলল, "এ জগগু, রোটি মাংস লে আও।"

জগগু রুটি-মাংস এনে খেতে দিল লোকদুটোকে। মালিক বলল, "যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলাম সেটার কী হল।"

"সেটা তো হল না। ব্যাঙ্কের ঝামেলায় আটকে গিয়েই তো ভেস্তে গেল সব।"

"এখন তা হলে কোথায় যাবে?"

"একবার খটির বাজারে যাব। সেদিন যে মোটর গাড়িটা চুরি করেছি সেটার রং বদলানো হল কিনা দেখতে যাব।"

"হ্যাঁ। দেখে এসো। তবে খুব সাবধান। তোমরা বড় কাঁচা কাজ করে ফেলছ আজকাল। কাল তো মোটরটা চুরি করেও হাতছাড়া করে ফেললে।"

"হাতছাড়া হত না ওস্তাদ। ফচকে মেয়েদুটো এমন কাণ্ড বাঁধালে যে জ্ঞানহারা হয়ে বালিখালের দিকে পালিয়েছিলুম। আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি না হাওড়া ময়দান থেকে বেলিলিয়াস রোডের দিকে ওরা আমাদের পিছু নিয়ে এল কী করে?"

"কী করে আবার। তোমাদেরই মোটরের পিছনে উঠে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।"

"তাই হবে। তা রাতে বালিখালের কাছে গিয়ে দেখি একটা পুলিশ ভ্যান পিছু পিছু আসছে। তাই ওটাকে ফেলে রেখেই পালাই। পরে অবশ্য বুঝতে পারি যে ভ্যানটা আমাদের ফলো করছিল না। ওটা এমনিই যাচ্ছিল।"

"যাক। ওটা শেষ পর্যন্ত পুলিশের মারফত আসল মালিকের কাছেই চলে গেছে।"

বাবলু ফিসফিস করে বলল, "এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

ভোম্বল বলল, "আস্তে। এখন শুধু শুনে যা।"

বিলু বলল, "আমি চলে যাব থানায়?"

বাবলু বলল, "না। এখনও সময় হয়নি। এদের আসল ঘাঁটিটা বার করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "এই তো।"

বাবলু বলল, "ধ্যেৎ। এটা স্রেফ মিটিংয়ের জায়গা।"

বিলু বলল, "আরে কানটা টানলেই মাথা আসবে। এমন চান্স ছাড়ে কখনও। আমি চলি। গুড বাই।" বলে মুখ-হাত ধুয়ে চলে গেল বিলু।

মালিক বলল, "ওর খাবারের দাম কে দেবে ?"

বাবলু বলল, "আমি।"

গলায় রুমাল বাঁধা লোকদের একজন বলল, "কালকের ব্যাপারে কোনও পুলিশ এদিকে নজর দেয়নি তো ওস্তাদ ?"

"মনে হয়, না। অবশ্য সেদিকেও কড়া নজর আছে আমার। তবে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, তোমরা এখন কিছুদিন এখানে এসো না। সাবধানের মার নেই।"

লোকদুটো এবার হঠাৎই যেন কী মনে করে বাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এরা বুঝি এখানে এসে ঢুকেছে?"

মালিক বলল, "তুমি চেনো এদের?"

"না। এই একটু আগেই রাস্তায় ঘুরছিল। এদের কুকুরটা এমন তাড়া করেছিল, ভাবলুম বুঝি কামড়ে দেবে। "

বাবলু বলল, "আপনাদের চেহারা দেখে রেগে গিয়েছিল ও।"

"কেন, এতে রাগবার কী আছে?"

"আসলে চোর-ছ্যাঁচড় গোছের লোকেরাই বেশির ভাগ গলায় রুমাল বেঁধে ঘোরে তো।"

"আর দুদিন বাদে তোমরাও গলায় রুমাল বাঁধবে বাবা! এই বয়সেই যখন একবার এখানে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছে তখন তোমাদের ভবিষ্যৎও যে কী তা বুঝতেই পারছি।"

তারপর মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎই যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো বাবলুদের টেবিলের ওপর দিয়ে ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়ল ওধারে। লাফিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "ওস্তাদ পুলিশ।" বলেই পাশের দরজা দিয়ে উধাও।

আর পঞ্চুও করল কী যেন এটাই তার একমাত্র কাজ এমন ভাবে সুভুত করে টেবিলের তলা দিয়ে গলে ওদের পিছু পিছু ভৌ ভোঁ করে ছুটতে লাগল।

কী যে হয়ে গেল ব্যাপারটা বাবলুরা কিছুই বুঝতে পারল না। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল।

মালিকও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল রেস্টুরেন্টের সামনে পুলিশের ভ্যান। একদল পুলিশ সমেত দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকলেন। একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন বাবলুদের। তারপর মালিকের বুকের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, "একটু আগে কালু আর ইব্রাহিম এসেছিল এখানে?"

ওস্তাদ বাবলুদের দিকে একবার চেয়ে দেখে বলল, "হ্যাঁ। এইমাত্র পালাল।"

"কোনদিকে গেছে?"

মালিক দেখিয়ে দিল দরজাটা।

"ঠিক আছে। ওদের ব্যবস্থা পরে হচ্ছে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"থানায় যেতে হবে।"

"থানায়! থানায় কেন?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

পুলিশের লোকেরা মালিক এবং জগগু দুজনকেই গ্রেপ্তার করল।

বাবলুরাও বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই একটা গলির ভেতর থেকে বিলু বেরিয়ে এল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার রে বিলু?"

"ব্যাপার আর কী। গুডলাক একেই বলে। থানায় যাবার আগেই দেখি দারোগাবাবু ভ্যান বোঝাই পুলিশ নিয়ে গলির মুখে কেন কে জানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গিয়ে বলতেই বললেন, তুমি শিগগির লুকিয়ে পড়ো। আমি এখুনি ধরছি ব্যাটাদের।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আসল শয়তানদুটোকে তো ধরা গেল না। ওরা যেন গন্ধে টের পেয়ে পালাল।"

এমন সময় পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে টানাটানি লাগাল।

সংকেত বুঝেই ওরা পিছু নিল পঞ্চুর।

বেশ খানিকটা গিয়ে রেলওয়ের একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘরের সামনে এসে চেঁচাতে লাগল পঞ্চু।

যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই সেখানে। বাবলু পঞ্চুর মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করাল। এখন সন্ধে হয়ে এসেছে বলে আর কোনওরকম রিস্ক না নিয়ে সোজা চলে এল যে যার বাড়িতে।

পরদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে রেল-গুদামে চলল হানা দিতে। হঠাৎ ভোম্বলের বাবা কী একটা কাজের জন্য আটকে দিলেন ভোম্বলকে। ভোম্বল হতাশ হয়ে বলল, "কী হবে?" বাবলু বলল, "ঠিক আছে, আমরা এবেলা একটু ঘুরে আসি। তুই বরং বিকেলে যাবি।" বলে ওরা তেলকল ঘাটের রেলওয়ের চত্বরে এসে পৌছুল।

এইখানে গুডস শেডের কাছে একটি গুদাম বছর দুই আগে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে সে জায়গাটা অব্যহৃত অবস্থাতেই পড়ে আছে। চারদিকে তার ঝোপঝাড় আর ধ্বংসস্তুপ।

পঞ্চু সেইখানে এসে মাটি শুকে শুকে ঘুরঘুর করতে লাগল। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও তীক্ষ নজরে পঞ্চুর অনুসন্ধানকার্য লক্ষ করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলেও কোনও কিছুরই হদিস পেল না। এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু একটা লোহার আংটা ধরে টানা-হেঁচড়া লাগাল।

বাবলু তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল সেখানটা। একটু অন্ধকার মতো এবং আংটাওলা একটা কাঠের ডালা রয়েছে। যেন কিছু ঢাকা দেওয়া আছে এমন ভাবে। ওরা তখনই সর্বশক্তি দিয়ে সেটাকে টেনে ধরতেই দেখতে পেল একটা সুড়ঙ্গ-পথ নেমে গেছে নীচের দিকে । দেখে মনে হয়

এখানে একসময় রেলেরই কোনও আন্ডার গ্রাউন্ড ঘর ছিল। এখন ধ্বংসস্তূপে ঢাকা পড়ে বাতিল হয়ে গেছে।

বাবলু উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা। উঃ। কী অন্ধকার। তবু সাহস করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু।

সব শেষে পঞ্চু নামল।

নীচে নেমে সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। কয়েক পা যেতেই ওরা একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে এসে পড়ল। বাবলু আস্তে করে দরজাটা ঠেলতেই ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। যেই না খোলা অমনি একটা বুড়ো লোক লাফিয়ে রুখে দাঁড়াল, "অ্যাই কে রে?"

বাবলু বলল, "আমরা।"

"আমরা কারা ??

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"এর ভেতরে কী করতে এসেছিস। বল শিগগির?"

বাবলু বলল, "আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ওপরের গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি।"

"তবে তো মাথা কিনেই নিয়েছিস। যা বেরিয়ে যা এখানে থেকে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "না। ওরা আর ফিরে যেতে পারবে না।"

বুকের ভেতরটা যেন ছ্যাৎ করে উঠল। বাবলুরা ঘুরে তাকিয়েই দেখল কালকের সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো সাক্ষাৎ যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে। ওদেরই একজন বিচ্ছুর চিবুক ধরে বলল, "কী খুকি, সেদিন তো খুব চালাকি করেছিলি। আজ কী করবি?"

অপর জন বলল, "সে যা হয় করুক। আগে আমি তো এই ব্যাটাকে একটা লাথি মারি। ব্যাটা কাল খুব তাড়া করেছিল আমাদের।" বলেই পঞ্চুকে লক্ষ্য করে মারল এক লাথি। লাথিটা কিন্তু পঞ্চুকে লাগলই না। পা তোলার আগেই সে এক লাফে লম্বা। সবুট লাথিটা তাই পড়ল গিয়ে ইটের দেওয়ালে। লোকটি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বাবা রে' বলে বসে পড়ল মাটিতে।

বাবলু বলল, "আমাদের ছেড়ে দিন।"

অপর লোকটি বলল, "মাথা খারাপ। তোদের কেউ ছাড়ে!"

বুড়োটা বলল, "ঝামেলা বাড়াস না কালু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে হয়তো।"

কালু বলল, "তুমি এদের চেন না বড়ে মিয়া। মহা শয়তান এরা ছাড়লেই চারদিকে রাষ্ট্র করে দেবে। নয়তো থানায় খবর দেবে। ওস্তাদ কাল অ্যারেস্ট হয়েছে। আমার মনে হয় সেটাও এদেরই কারসাজিতে। এদেরই মধ্যে থেকে এই ছেলেটা খেতে খেতে উঠে গিয়েছিল কাল।" বলেই বিলুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "তুই-ই পুলিশে খবর দিয়েছিলি তো?"

বিলু বলল, "না।"

"ঠিক করে বল।"

"না।"

"আবার সময় দিচ্ছি। সত্যি করে বল।"

বিলু বলল, "বলছি তো না।"

যেই না বলা অমনি ঠাস করে একটা চড় এসে পড়ল ওরা গালে। সে চড় হজম করার সাধ্য বিলুর ছিল না। সে ছিটকে গিয়ে পড়ল বড়ে মিয়ার পায়ের কাছে। বাবলু তাকে যেই না তুলতে যাবে অমনি ইব্রাহিম মারল বাবলুকে সজোরে একটা লাথি। বাবলুও মুখ থুবড়ে পড়ল। আর ঠোঁটটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল ঝরঝর করে।

বাচ্চু আর বিচ্ছু চুপিসারে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু শয়তানের ঘাঁটি থেকে বেরনো কী এতই সোজা? কালু চুলের মুঠি ধরে পাশেই জেলের কয়েদি রাখার মতো রেলিং-ঘেরা একটা লকারে পুরে দিল ওদের। বাবলু এবং বিলুকেও দিল। দিয়ে সশব্দে রেলিং বন্ধ করে তালা দিয়ে চাবিটা পাশের ঘরে রেখে চলে গেল ওরা। যাবার সময় ইব্রাহিম বলল, "নে, এবার চারজনে মনের আনন্দে একটু খোসগল্প করে নে। তারপর রাত্তিরটা হোক। তোদের প্রত্যেককেই বুকে পাথর বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।"

এই অভাবনীয় বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ল বাবলুরা।

বিলু বলল, "আমাদের এতবড় রিস্ক নেওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি রে বাবলু।"

বাবলু একটা কথাও বলতে পারল না।

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন নীরবে চোখের জল মুছছে।

এদিকে পঞ্চু করল কী ঘাঁটি থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেল ভোম্বলদের বাড়ি। ভোম্বল তখন ছাদে ফুলগাছের গোড়ায় মাটিগুলো উসকে দিচ্ছিল। পঞ্চুর ডাক শুনেই নেমে এল সে। একা পঞ্চুকে দেখে বুঝল নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটেছে। ভোম্বল নামতেই পঞ্চু ওর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। ভোম্বল বুঝল তার অনুমান সত্য। সে আর একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে অনুসরণ করল।

পঞ্চু ওকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এল। ভোম্বল গুদাম ঘরের ভেতরে ঢুকে সেই লোহার আংটা ধরে টান দিতেই সুড়ঙ্গমুখের ডালা খুলে গেল। ডালা খুলেই নেমে পড়ল ভোম্বল। তারপর পঞ্চুর পিছু পিছু আসতেই লকারে বন্দি বাবলুদের দেখতে পেল।

বাবলুরাও ওকে দেখতে পেয়েছে। বাবলু ওকে দেখেই ইশারা করতে লাগল। বাবলুর ইশারা বুঝে পাশের ঘরে বন্ধ দরজাটার শিকল তুলে দিল ভোম্বল। বাবলু এবার চাপা গলায় বলল, "তুই জানলার কাছে যা। ঘরের ভেতরে যারা আছে তাদের কাছ থেকে লকারের চাবিটা চেয়ে নে!"

ভোম্বল জানলার কাছে সরে গিয়ে দেখল কালকের সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো আর একটা বুড়ো খেতে বসেছে। ঘরের ভেতরটা স্মাগলিংয়ের জিনিসে ঠাসা। দামি-দামি মোটরের পার্টস, ইঞ্জিন, ডায়নামো, পাখা ইত্যাদি রয়েছে। ভোম্বল জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে বাপের সুপুত্তররা, আমার বন্ধুদের বেশ তো আটকে রেখেছ। এবার নিজেরা যদি বাঁচতে চাও তো চাবিটা ভালয় ভালয় দিয়ে দাও দেখি?"

বলা মাত্রই কালু আর ইব্রাহিম ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর!

ভোম্বল বলল, "সে গুড়ে বালি দাদা। ওতে আমি আগেই শিকল লাগিয়ে দিয়েছি।"

বুড়োটা রুখে উঠে বলল, "খোল। খুলে দে বলছি।"

"আগে চাবি দাও।"

কালু বলল, "না দেব না। আগে দরজা খোল।"

"উহু! চাবি না পেলে দরজা খুলছি না।"

ইব্রাহিম বলল, "যদি না দিই?"

"তা হলে বাধ্য হব থানায় যেতে। পুলিশ এলে তোমরাও ধরা পড়বে, আমার বন্ধুরাও ছাড়া পাবে। আর যদি ভালয় ভালয় চাবিটা দাও তা হলে ওদের মুক্তি দিয়েই তোমাদের মুক্তি দেব।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

কালু চাবিটা ভোম্বলের হাতে দিয়ে বলল, "লক্ষ্মী ভাইটি। শিকলটা খুলে দে।"

"এই যাঃ! তোমরা বললে শিকলটা খুলে দিতে আর আমি কিনা ভুল করে তালাটাই শিকলে ঝুলিয়ে দিলাম। কী হবে?"

ইব্রাহিম বলল, "শয়তান। একবার যদি বেরোতে পারি তো তোর মুণ্ডুটা আমি চিবিয়ে খাব।"

বাবলু বলল, "নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তো? দাঁড়াও কিনে আনছি। এই চল সব, দেরি করিস না। আগে থানায় যাই তার পরে অন্য কথা।" বলে ওদের দিকে হাত নেড়ে বলল, "টা-টা।"

বাইরে এসে সর্বাগ্রে ওরা থানায় গিয়ে খবর দিল। খবর দেওয়া মাত্রই হইহই করে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে। তারপর রেলপুলিশ এসে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে বার করে আনল তিনজকেই। বাইরে বেরিয়ে ওরা বাবলুদের দিকে কটমট করে তাকাল। সে কী চাউনি। সে চাউনির উপমাই নেই।

পঞ্চু হঠাৎ রাগেই হোক আর আনন্দেই হোক সামনের দু'পা তুলে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল—ভৌ-উ-উ-উ।

বাবলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "ফ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভোঁ ভৌ।"